আত্মশক্তি

রংপুর অঞ্চলের স্বেচ্ছাব্রতীদের করোনা সহিষ্ণু গ্রাম বিনির্মাণের বার্তা

THE HUNGER PROJECT

সংখ্যা-০৪ বর্ষ-০১, ১৩ আগস্ট ২০২০

করোনা যুদ্ধের সফল উদাহরণ রংপুরের ‘রাজবল্লভ গ্রাম’

করোনা ভাইরাসের মহামারীর প্রভাব চারিদিকে। চরম এক সংকটময় পরিস্থিতিতে আমরা সকলে। এখন পর্যন্ত এর কোন স্বীকৃত প্রতিশেধক আবিষ্কৃত না হওয়ায় এর কোন প্রতিকার বা চিকিৎসা নেই। প্রতিদিনই মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এ থেকে পরিত্রানের একমাত্র উপায় হলো সচেতনতা। রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা তাদের গ্রামকে করোনা ভাইরাস সহিষ্ণু রাখতে নিজেদের কাধে তুলে নিয়েছে গুরুদায়িত্ব। ‘নিজে সচেতন হই, অন্যকে সচেতন করি’ এই স্লোগানকে ধারন করে করোনাকে রুখতে জেগে উঠেছে গ্রামের মানুষ।

এক নজরে পুরো গ্রামের কার্যক্রম

রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দলের সহযোগিতায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ইয়ুথ লিডার ওসমান গণি, মাসুম আলী, নাজির হোসেন, সুমি খাতুন ও ভিডিটি সদস্য মুরাদ হোসেন

এলাকায় বসতবাড়ি, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তায় জীবানুনাশক ছিটানো হয়েছে ৯২০লিটার। ৪টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঠিকভাবে হাতধোয়ার কৌশল শেখানে হয়েছে ৫২ জনকে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ৩১০ জনকে।

হাতধোয়ায় উৎসাহ ও নিয়মিত অভ্যাসে পরিনত করতে ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় ১ টি করে সাবান বিতরণ করা হয়েছে ৪৬০টি অসহায় ও দারিদ্র পরিবারের মাঝে। গ্রামের সাধারন মানুষদের মাস্ক ব্যাবহারে উদ্বুদ্ধকরনে রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দলের অর্থায়নে মাস্ক বিতরন করা হয়েছে ৫০জন দিনমজুর ব্যক্তির মাঝে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করনীয় সংক্রান্ত লিফলেট বিতরন করা হয়েছে ৪৫৬টি এবং এর মাধ্যমে সচেতন হয়েছে ৬০০জন।

বর্তমানে গ্রামে সাধারণ মানুষদের সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, নিয়মিত মাস্ক পড়া, সঠিক ভাবে বারবার হাতধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গুজব প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ

সত্যের চেয়ে গুজব বা অপপ্রচার সবসময়ই বেশি হয়। একে প্রতিহত করতে হবে। সকলকে সঠিক তথ্য জানাতে হবে।

গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ ধর্মভীরু, কুসংস্কার মনা, তারা শিক্ষা-দীক্ষায় বেশি দুর এগোতে পারেনি। গোটা পৃথিবী যখন করোনা ভাইরাস মহামারিতে আক্রান্ত তখন গ্রামের সাধারন মানুষদের এটি নিয়ে কোনা মাথাব্যাথা নেই।

কিছু অসৎ ও কুসংস্কার মনা লোক প্রতিনিয়ত গুজব ও অপপ্রচার চালাচ্ছে এটি বড় বা ধনীলোকদের রোগ, যারা এসি রুমে থাকে, সুদ খায়, ঘুস খায়, মুসলিম না তাদের এ রোগ হবে। গ্রামের মানুষদের করোনা হয় না ইত্যাদি নানা ধরনে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

এই গুজবকে প্রতিহত করার জন্য গজঘন্টা ইউনিয়নের

রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা বিভিন্ন কর্যক্রম গ্রহন করেছেন। গুজব প্রতিরোধে মসজিদ ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে ২টি, এখানে মসজিদে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, গুজব ও অপপ্রচার রোধে আলোচনা করা হয়। গ্রামের বাজারে ২টি প্রচারনা চালানো হয়েছে ও ১২০টি সচেতনতামূলক স্বাস্থ্যবিধি লিফলেট বিতরন করা হয়েছে। গুজব প্রতিরোধে ২টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে। মাস্ক ব্যবহারে পরামার্শ প্রদান করার মধ্যদিয়ে গ্রামের ৩৬০জন মানুষকে গুজব প্রতিরোধে সরাসরি সচেতন ও সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

এসডিজি ইউনিয়ন অর্জনের লক্ষে ২০১৭ সালে ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ’ এর সহযোগিতায় গজঘন্টা ইউনিয়নে ১০টি গ্রাম উন্নয়ন দল গঠন করা হয়। এর একটি রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দল। প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাব্রতী, এলকার সুধীজন, নারী ও পুরুষ মিলে এ দলটি গঠন হরা হয়। গ্রামের ৪৬৫টি পরিবারে ১,১০০ নারী ও পুরুষের বসবাস। বেশিরভাগই শ্রমজীবি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল। দল গঠনের শুরু থেকে ভিডিটি টিমের সদস্যরা তৃণমূলের মানুষকে সুসংগঠিত করে ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রভাব দেখা দিলে গ্রামের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করতে গ্রাম উন্নয়ন দল করোনা প্রতিরোধে কাজ শুরু করে। এই কাজকে গতিশীল করতে আরও কিছু মানুষকে যুক্ত করে করোনা সহিষ্ণু গ্রাম তৈরিতে গ্রাম উন্নয়ন দলের পাশাপাশি ‘করোনা প্রতিরোধ কমিটি’ গঠন করে নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক কার্যক্রম

আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক আমাদের সম্পদ। গংগাচড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নে ০৬নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ‘রাজবল্লভ কমিউনিটি ক্লিনিক’। এই ক্লিনিক আওতাধীন প্রায় ৩ হাজার লোকের বসবাস, এদের অধিকাংশই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন। এদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ভরসা স্থল হল কমিউনিটি ক্লিনিক।

করোনা কালীন সময়ে এলাকার সাধারন মানুষ এক প্রকার দিশাহারা, কোভিড-১৯ নামক এ রোগটি সমন্ধে তাদের ধারনা নিত্যান্তই কম। কোথায় গিয়ে পরামার্শ নিবে, কি কি লক্ষন দেখা দিবে ইত্যাদি বিষয়ে এলাকার সাধারন মানুষ জানতো না। এরকম সময়ে ইয়ুথ লিডার মাসুম আলী, ওসমান গনি, নাজির হোসেন, সুমি আক্তার, শাহানা আক্তার এরা দেখতে পেলেন রাজবল্লভ কমিউনিটি ক্লিনিক-টি করোনাকালীন সময়ে বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ অবস্থায় থাকে। সিএইচসিপি ক্লিনিকে আসলেও বেশিক্ষন থাকতেন না। এই বিষয়টি নিয়ে ইয়ুথ সদস্যরা প্রথমে রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং পরবর্তিতে ক্লিনিক পরিচালনা কমিটির সভাপতি মকছুদার রহমান এর সঙ্গে আলোচনা করেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে ইয়ুথ সদসরা ক্লিনিকের সিএইচসিপির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকটি নিয়মিত চালু রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেন।

প্রথমত তারা কমিউনিটি ক্লিনিকটি যথা সময়ে খোলা ও বন্ধ নিশ্চিত করেন; দ্বিতীয়ত, ভিডিটি এর নিজস্ব অর্থায়নে তারা স্থায়ীভাবে ১টি প্লাষ্টিক বালতি, ১টি মগ, ১টি গামলা ও ৫টি সাবান কিনে দেন। এগুলো ক্লিনিকের বারান্দায় রাখা থাকবে এবং যারা ক্লিনিকে সেবা নিতে আসবে তারা সকলে হাত ধুয়ে জীবানুমুক্ত হয়ে ক্লিনিকে প্রবেশ করবে।

ইয়ুথ লিডার মাসুম ও নাজির হোসেন ক্লিনিকে সেবাগ্রহনকারীদের শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে যারা সেবা নিতে আসবে তাদের মাস্ক পড়ে আসতে হবে সেটি পোস্টার লিখে দেয়ালে লাগিয়ে দেন এবং ‘মাস্ক নেই তো ওষুধ নেই’ প্রচারনার মাধ্যমে ক্লিনিকে সেবা নিতে আসা উপস্থিত সদস্যদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখতে ক্লিনিকে গোল বৃত্তের মাধ্যমে শারীরিক দুরত্ব চিহ্নিত করে দেয়া হয়। বৃত্তে দাড়িয়ে জনগন ওষুধ নিবে সেটি নিশ্চিত করবে সিএইচসিপি ও নিকটবর্তী ইয়ুথ টিমের সদস্য মাসুম আলী, সম্পা খাতুন ও ভিডিটির সদস্য জোৎস্না বেগম। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে আসা জনসাধারনের মাঝে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ১২০লিফলেট বিতারন করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিক-টিকে জীবানুমুক্ত রাখতে ক্লিনিকের ভেতর ও বাইরে জীবানুনাশক ছিটানো হয় এবং নিয়মিত পরিস্কার পরিছন্নতার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা হয়। এ দায়িত্বটি পালন করেন ইয়ুথ লিডার সুমি খাতুন ও নাজির হোসেন। বর্তমানে ক্লিনিকের পরিসেবা গ্রহনকারির হাত ধোয়া, মাস্ক পড়ে ক্লিনিকে আসা, শারিরিক দুরত্ব বজায় রেখে দাড়ানো বা মেনে চলা শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে।

ক্লিনিক পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ মকছুদার রহমান ও সিএইচসিপি মোছাঃ রুবিনা বেগম ভিডিটি সদস্যরদের এই উদ্যোগের প্রসংশা করেন। তারা এলাকার সাধারন মানুষকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে অঙ্গীকার বদ্ধ হন। তারা এ বিষয়ে ইউপি সদস্যকে অবহিত করেন এবং ভিডিটির সহযোগিতা অব্যহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীন হয়ে পড়ে গ্রামের অনেক মানুষ। এইসব অসহায় দরিদ্র মানুষদের পাশে এসে দাড়ায় রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দল। শুরু থেকে তাদেরকে সাহায্য ও খাদ্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন ভিডিটির সকল সদস্য। ভিডিটি টিমের সাধারন সম্পাদক মোঃ ওসমান গনি ও অন্যান্য সদস্য মিলে এলাকার বিত্তবানদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই

ফান্ড থেকে ১৫০জন অসহায় দরিদ্র পরিবারকে ৫ কেজি করে চাউল, ২ কেজি আটা, ১/২ কেজি ডাল, ১ কেজি লবন, ১/২ কেজি ভোজ্য তেল, ২টি সাবান প্যাকেজ আকারে বিতরন করেন। এর পাশাপাশি ইয়ুথ লিডাররা সরকারের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে তৃণমূলের সঠিক এবং প্রকৃত উপকারভোগীর তালিকা তৈরীতে উপজেলা প্রশাসনকে সহায়তা করেন। ভিডিটি সদস্যরা গ্রামের ২৪ জনকে সরকার ঘোষিত দুঃস্থ ও অসহায় দরিদ্র পরিবারের জন্য ২৫০০/- টাকা পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করেন। গ্রামের ০৩ জনকে বয়স্কভাতা, ০১ জনকে বিধবা ভাতা, ১ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা নতুনভাবে করতে সহযোগিতা করেন। এছাড়াও ইউপি এর সহযোগিতায় ৩৯ জনকে ত্রান পেতে সহযোগিতা করেছে রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দল।

সবজি চাষ

করোনা ভাইরাস এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ার পর আমাদের সমাজ জীবনে বিশাল এক টানাপোড়েনকে উপলব্ধি করেছি। আমরা লকডাউনে দেখেছি জীবন নির্বাহের জন্য একে অন্যর উপর কতটা নির্ভরশীল। দৈনন্দিন জীবনের সকল পন্যর জন্যই আমরা কারো না কারো উপর নির্ভরশীল। রাজবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং চেষ্টা করছেন এই নির্ভরশীলতা কি করে কমিয়ে আনা যায়। তারা গ্রামের সকলকে সবজি চাষে উৎসাহিত করছেন এবং এ ব্যাপারে বীজ প্রদান ও পরামর্শ দিয়ে সর্বাত্বক

সহযোগিতা করছেন। এতে একদিকে যেমন শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে তেমনি পারিবারিক পুষ্টি চাহিদাও মিটবে এবং সর্বোপরি সবজির জন্য অন্যর উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠবেন সকলে।

‘বেশি করে শাক-সবজি খাই, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই’ এই স্লোগানকে ধারন করে গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য মোছাঃ আরজিনা বেগম ও ইয়ুথ লিডার মোঃ মাসুম আলীর উদ্যোগে বসতি-ভটার পরিত্যাক্ত জায়গায় সবজি চাষে উদবুদ্ধকরনে ৩টি উঠানবৈঠক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬৫ জন নারী ও পুরুষকে সবজিচাষে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ভিডিটি ও গজঘন্টা ইউপির সহযোগিতা এলকার ৫৩জন নারীকে বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ (পুই শাক, কলমি শাক, ঢেরস ও হাইব্রীড সিম বীজ) বিতরন করা হয়েছে।

ভিডিটি সদস্যরা এ উদ্যোগ চলমান রেখেছেন। তারা প্রচারণা চালাচ্ছেন যাতে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই সবজি চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়।

পৃথকীকরণ

গংগাচড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নে রাজবল্লভ গ্রামের বেশির ভাগ লোকই শ্রমজীবি, বাকিরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। জীবিকার তাগিদে তাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজের জন্য যেতে হয়। করোন-াকালীন সময়ে লকডাউনের কারনে অনেকে বেকার হয়ে পড়েন এবং অনেকেই গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রামে যাতে করোন-াভাইরাসের প্রভাব বিস্তার না ঘটে সে কথা কারনে ভিডিটি’র সদস্য, ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশ সকলে মিলে সরকারে স্বাস্থ্যবিধি নিদর্শনা অনুযায়ী ১৪ দিনের হোমকোয়ারেন্টিন ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। এর মধ্যে ৬জন ব্যাক্তিকে করোনা আক্রান্ত সন্দেহ হলে ইউপি চেয়ারম্যানের সহায়ত-ায় রংপুর মেডিকেল কলেজে টেস্ট করানো হয়। ৬ জনের মধ্যে একজনের পজেটিভ ধরা পড়ে, তাৎক্ষনিকভাবে তাকে মেডিকেলে ভর্তি করানো হয় এবং আক্রন্ত ব্যাক্তির বাড়িতে লাল পতাকা টাঙিয়ে দেয়া হয়। সাথে ঐ ব্যক্তির বাড়ির বা আশেপাশে লোকজনের সাথে যেন কেউ খারাপ আচরণ না করে সেটি নজরদারিতে আনা হয়। এ ব্যাপারে ভিডিটি টিমের সদস্যরা ও গ্রাম পুলিশ সহায়তা করেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ৩০জন ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করেন ভিডিটি দল।

মাস্ক পরিধান করি

সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে বারবার হাত ধুই

হাটে বাজারে সবখানে অন্তত ৩ ফিট শারীরিক দুরত্ব নিশ্চিত করি

চারপাশ জীবানু মুক্ত রাখি

নিজে সচেতন হই, অন্যদেরও সচেতন করি

● **সম্পাদক:** রাজেশ দে, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ● **নির্বাহী সম্পাদক:** মোঃ শামসুদ্দীন, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ● **সহ-সম্পাদক:** অনুপম রায় ● **তথ্য সংগ্রহ:** মোঃ শাহ আলম

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, রংপুর অঞ্চলের একটি প্রকাশনা।